মধ্য-লীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়ারামং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈ
র্ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ২
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়বচন—॥ ৩
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৪
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞিঃ রাখিতে করিহ অনেক উপায় ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌরমেঘঃ গৌর এব বারিবর্ষকঃ স্বালোকনামৃতৈঃ নিজদর্শনরূপজলৈঃ গৌড়ারামং গৌড়দেশোদ্যানং সিঞ্চন্ সেচং কুর্ব্বন্ সন্ ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ ভবে সংসারে জন্মজরারূপাগ্নিনা দাহিতাঃ জনসমূহাঃ এব বীরুধঃ লতাঃ সমজীবয়ৎ প্রাণদানং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই ষোড়শ পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন-গমনচ্ছলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গৌড়দেশে গমন, কানাইর নাটশালা-পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, গৌড়দেশে অবস্থানকালে রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত মিলন, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর সহিত মিলনাদি বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনরূপ জলরাশিদ্বারা) গৌড়ারামং (গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে) সিঞ্চন্ (সিঞ্চিত করিয়া) ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসাররূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ জনসমূহরূপ লতা সকলকে) সমজীবয়ৎ (সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘ নিজদর্শনরূপ জলরাশিদ্বারা গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিঞ্চিত করিয়া সংসাররূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ জীবসমূহরূপ লতা সকলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ১

বাগানে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলে তাহার বৃক্ষলতাদি সমস্তই পুড়িয়া যায়; কিন্তু মেঘ যদি বারি বর্ষণ করে, তাহা হইলে মেঘের জল পাইয়া সেই বৃক্ষলতাদি আবার বাঁচিয়া উঠে। তদ্রূপ, সংসারের লোকসকল সংসার-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল; প্রভু গৌড়দেশে আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া গৌড়দেশবাসী তাদৃশ লোকদিগকে শীতল করিলেন, কৃতার্থ করিলেন।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের—নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়ে আগমনের—উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। **বিমন**—বিষণ্ণ; দুঃখিত, প্রভুকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া।

৪। **নীলাদ্রি**—নীলাচল; শ্রীক্ষেত্র।

৫। **নাহি ভায়**—ভাল লাগে না।

রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজনা সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥ ৬
দোঁহে কহে—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥ ৭
কার্ত্তিক আইলে কহে—এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ, এই ভাল রীত॥ ৮
'আজি-কালি' করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়, বিচ্ছেদের ভয়॥ ৯
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা-বিনা তবু না করে গমন॥ ১০
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সভার হইল মন॥ ১১
সভে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥ ১২
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥ ১৩
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে?॥ ১৪
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিনভাই॥ ১৫
রাঘব-পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥ ১৬
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন!
সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন॥ ১৭
শিবানন্দসেন করে ঘাটী-সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৮
সভার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান॥ ১৯
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০। **স্বতন্ত্র**—কাহারও অধীন নহেন। **নহে নিবারণ**—কোনও লোকের দ্বারাই তাঁহার নিবারণ হইতে পারেনা; কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং তিনি কাহারও অধীন নহেন, তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধাও দিতে সমর্থ নহে; এ সব সত্য; কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তপরতন্ত্র; এজন্য ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করেন না।

১১। **তৃতীয় বৎসরে**—প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পরে তৃতীয় বৎসরে (২।১।৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)—এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; পরবর্ত্তী ৮৫ পয়ারের টীকার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৩। **যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা** ইত্যাদি—যদিও শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ আদেশ ছিল যে, তিনি গৌড়ে থাকিয়াই প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত নীলাচলে চলিলেন।

১৫। বাসুদেব, মুরারি এবং গোবিন্দঘোষেরা তিন ভাই।

১৬। **ঝালি সাজাইয়া**—পেটারার মধ্যে প্রভুর জন্য নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যাদি লইয়া। **কুলীনগ্রামবাসী** ইত্যাদি—২।১৪।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৮। **ঘাটী**—কর আদায়ের স্থান। **ঘাটীসমাধান**—ঘাটীর কার্য্যনির্ব্বাহ; সকলের দেয় পথকর নিজেই দেন। তৎকালে বাঙ্গালাদেশ হইতে উড়িষ্যায় যাইতে হইলে পথে কর দিতে হইত। **সভাকে পালন** ইত্যাদি—যাহার যাহা দরকার, তৎসমস্ত সকলকে দিয়া। সেন শিবানন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপই আদেশ ছিল। ২।১৫।৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৯। **উড়িয়া-পথের সন্ধান**—উড়িষ্যাদেশস্থিত কোন্ কোন্ পথে শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হয়, তাহা।

২০। **ঠাকুরাণী**—বৈষ্ণবগৃহিণী। **অচ্যুত-জননী**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের জননী; সীতাঠাকুরাণী।

শ্রীবাসপণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২১
শিবানন্দের বালক—নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥ ২২
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৩
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয়দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৪
শিবানন্দসেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাস-স্থানে ॥ ২৫
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥ ২৬
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দর্শন।
আচার্য্য করিল তাহাঁ কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ২৭
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-সেবক-সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ॥ ২৮
সেইরাত্রি সব মহান্ত তাহাঁই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা ॥ ২৯
ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাঞা সভার বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩০
মাধবপুরীর কথা, গোপালস্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩১
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩২
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা আচার্য্য মনে বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩৩
এই মত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি সেদিন রহিলা ॥ ৩৪
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা বৈষ্ণবমনে বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩৫
প্রভুকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা শ্রীনীলাচলে ॥ ৩৬
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিয়া ॥ ৩৭
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূতগোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১। **মালিনী**—শ্রীবাসের গৃহিণী।

২৪। **ভিক্ষা দিতে**—খাওয়াইতে।

২৫। **ঘাটিয়াল**—পথকর আদায়কারী। **প্রবোধি**—কর দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া।

২৭। **গোপীনাথ**—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

২৮। **বহুত সম্মান** ইত্যাদি—গোপীনাথের সেবকগণ আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের অনেক সম্মান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন।

২৯। **সব মহান্ত**—গৌড়দেশীয় সমস্ত বৈষ্ণবগণ।

বার ক্ষীর—গোপীনাথের ভোগের বারটী ক্ষীরের ভাণ্ড।

৩১-৩২। মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাধবপুরীর বিবরণ, গোপাল-স্থাপনের বিবরণ, ক্ষীরচুরির বিবরণাদি দ্রষ্টব্য।

৩৩। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের দীক্ষাগুরু; তাই গুরুদেবের মহিমার কথা শুনিয়া আচার্য্যের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

৩৫। সাক্ষি-গোপালের বিবরণ মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৭। **আঠারনালা**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থান।

৩৮। **দুইজনে**—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে।

তাহাঁই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥ ৩৯
পুন মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগুবাঢ়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥ ৪০
নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সভারে পরাইলা॥ ৪১
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সভায়॥ ৪২
সভা লৈয়া কৈল জগন্নাথ দরশন।
সভা লৈঞা আইলা পুন আপন ভবন॥ ৪৩
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ৪৪
পূর্ব্ববৎসরে যার যেই বাসাস্থান।
তাহাঁ সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥ ৪৫
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন-বিলাস॥ ৪৬
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইল।
সভা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল॥ ৪৭
কুলীনগ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল॥ ৪৮
বহু নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাহাঁ যাই করিলা বিশ্রামে॥ ৪৯
রাঢ়ী এক বিপ্র—তেঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস॥ ৫০
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তার অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল॥ ৫১
বলগণ্ডিভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সভা-সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥ ৫২
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ॥ ৫৩
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ॥ ৫৪
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৫৫
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, বাৎসল্যে জননী॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবধূতগোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দ।

৪০। স্বরূপাদির সঙ্গে প্রভু দ্বিতীয় বার মালা পাঠাইলেন।

আগুবাঢ়ি—অগ্রসর করিয়া।

৪১। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্রসরোবরের তীরে। **তাঁরা**—স্বরূপদামোদরাদি। **দত্ত**—প্রদত্ত; প্রেরিত।

৪২। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বার।

৪৯। **উদ্যানে**—বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে। **বাপী**—বড় পুকুর।

৫০। **রাঢ়ী**—রাঢ়দেশবাসী। **নিত্যানন্দদাস**—শ্রীপাদনিত্যানন্দের অনুগত, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য।

৫১। **অভিষেক কৈল**—বহুঘট জল দিয়া প্রভুকে স্নান করাইল।

৫২। **বলগণ্ডিভোগের**—রথযাত্রাসময়ে বলগণ্ডিস্থানে রথ অপেক্ষা করিলে সেস্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হয়, তাহার।

৫৪। **ঝড় বরিষণ**—আচার্য্যের ইচ্ছা—মহাপ্রভু একাকীই তাঁহার নিমন্ত্রণে আসেন। সঙ্গের সন্ন্যাসী ভক্তগণ যেন না আসেন; তাহা হইলে আচার্য্য তাঁহার সমস্ত যত্ন ও আগ্রহ প্রভুর সেবাতেই নিয়োজিত করিতে পারিবেন। আচার্য্যের এইরূপ প্রবল ইচ্ছায় দৈবও তাঁহার অনুকূল হইল। মধ্যাহ্নে এমন ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইল যে, প্রভুর সঙ্গের কেহই আসিতে পারিলেন না। প্রভু একাই আচার্য্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৭
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৮
আচার্য্যগোসাঞিকে প্রভু কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পঢ়ে কেহো বুঝিতে না পারে ॥৫৯
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬০
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহো না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৮-৬০। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **ঠারেঠোরে**—ঈশারায়। **তর্জ্জা**—হেঁয়ালি। **তাঁর মুখ**—আচার্য্যের মুখ। **অঙ্গীকার**—প্রভুর হাসিদ্বারাই শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন যে, তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, প্রভু তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

৬১। কি বিষয়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু নির্জ্জনে পরামর্শ করিলেন, তর্জ্জাদ্বারা আচার্য্য কি প্রার্থনাই বা জানাইলেন—এসমস্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই। ভক্তিপ্রচার-সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, ভক্তিপ্রচার-সম্বন্ধে তো প্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দাদিকে প্রকাশ্যেই আদেশ দিয়াছেন (২।১৫।৪২-৪৩ এবং ২।১৬।৬৩-৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভুর অন্ত্যলীলায় জগদানন্দের যোগে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে যে তর্জ্জা (৩।১৯।১৮-২০ পয়ার) পাঠাইয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ পয়ারে উল্লিখিত তর্জ্জা সেই তর্জ্জা বা তদনুরূপ বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, অন্ত্যলীলার তর্জ্জায় জীব-উদ্ধার শেষ হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য মহাপ্রভুকে অন্তর্দ্ধান করার কথাই জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ৫৯ পয়ারোক্ত তর্জ্জার সময়ে প্রভুর জীব-উদ্ধার-কার্য্য শেষ হইয়াছিল না। তবে ইহা কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহসম্বন্ধীয় প্রস্তাব? (তখন তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন না)।

[কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের প্রয়োজন লক্ষিত হইলে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ ব্যতীত তিনি যে বিবাহ করিবেন, বিবাহ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন—ইহা অনুমান করা যায় না; আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুও নিজে সন্ন্যাসী হইয়া অপর সন্ন্যাসীকে বিবাহ করার উপদেশ বা আদেশ যে প্রকাশ্যে দিবেন, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না; আর শ্রীঅদ্বৈত নিজে গৃহী হইলেও—অন্যের সাক্ষাতে অন্যের বোধগম্য ভাষায় যে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা সন্ন্যাসী-মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাও সম্ভব নয়—জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তিনি তর্জ্জার সাহায্যেই জিজ্ঞাসা করিবেন; (গোপনীয় কথা বলার সময় আচার্য্য প্রায়ই তর্জ্জা ব্যবহার করিতেন)। যাহা হউক, বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে জানা যায়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের সহিত বীরভদ্র গোস্বামীর আবির্ভাব অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ বীরভদ্র হইলেন—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ, সঙ্কর্ষণের ব্যূহ, সঙ্কর্ষণের অংশকলা; সুতরাং মহাসঙ্কর্ষণ-শ্রীনিত্যানন্দ হইতেই লৌকিক লীলায় তাঁহার আবির্ভাব হওয়া সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। নরলীলার অঙ্গরূপে আবির্ভূত হইতে হইলে জন্মলীলা প্রকটনের প্রয়োজন; শ্রীনিত্যানন্দ হইতে বীরভদ্রের জন্মলীলা প্রকটিত করিতে হইলেও শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহলীলা প্রকটনের প্রয়োজন; এদিকে বলরাম-কান্তা রেবতী-বারুণীও জাহ্নবা-বসুধারূপে সূর্য্যদাস-পণ্ডিতের গৃহে প্রকটিত হইয়াছেন; নিত্যানন্দরূপী বলরামের সহিত তাঁহাদেরও নরলীলায় মিলন হওয়া দরকার। এসমস্ত কারণেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহ—গৌরলীলার অঙ্গরূপেই—প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নিভৃতে প্রভু বোধ হয় এসমস্ত কথাই শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন এবং সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীঅদ্বৈতও তাহা বুঝিতে পারিয়া তর্জ্জার সাহায্যে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তর্জ্জা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন; তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত অবশ্য বুঝিলেন—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণের (বীরভদ্র গোস্বামীর)—প্রকটিত হওয়ার সময় আসিতেছে; তাই আচার্য্যের আনন্দ হইল এবং এই আনন্দে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, এসমস্তই যুক্তিমূলক অনুমান মাত্র—বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য এস্থলে লিখিত হইল; গ্রহণীয় কি না, তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। ১।১১।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ !।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬২
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৩
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ ৬৪
নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ,তুমি প্রাণ।
দেহ-প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত প্রমাণ ॥ ৬৫
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ, সে-ই করি, নাহিক নিয়ম ॥৬৬
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সবভক্তগণ ॥ ৬৭
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন—।
প্রভু ! আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্যসাধন ॥ ৬৮
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২-৬৩। **মাগি**—তোমার কাছে প্রার্থনা করি। **করহ প্রসাদ**—প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। প্রার্থনাটী কি, তাহা বলিতেছেন—"প্রতিবর্ষ নীলাচলে" ইত্যাদি পয়ারে। **ইচ্ছা**—আচণ্ডালে নাম-প্রেমদান করার ইচ্ছা। ২।১৫।৪২-৪৩ পয়ার-দ্রষ্টব্য।

৬৪। **অমার দুষ্কর কর্ম্ম** ইত্যাদি—আমার যে অভিপ্রেত কার্য্য, তাহা অন্যের পক্ষে দুষ্কর, কেবল মাত্র তোমাদ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। অথবা, আমি নীলাচলে থাকি বলিয়া গৌড়দেশে করণীয় আমার অভিপ্রেত প্রেমভক্তি-দানরূপ কর্ম্ম আমার পক্ষে দুষ্কর। অথবা, শ্রীমন্নিত্যানন্দের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে প্রভু বলিতেছেন—আমার পক্ষেও যে কার্য্য দুষ্কর, তাহা। ভঙ্গীতে প্রভু যাহা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই—শ্রীসঙ্কর্ষণ হইলেন মূল-ভক্ততত্ত্ব; নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দই সঙ্কর্ষণ; তাই শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত ভক্তি লাভ সম্ভব নয়। তাই শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর বলিয়াছেন "নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।" আবার, নিতাইর কৃপাব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাওয়া তো সম্ভবই নয়. যদি বা তর্কস্থলে স্বীকার করাও যায় যে নিতাইয়ের কৃপাব্যতীতও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাওয়া যায়. তাহা হইলেও এই পাওয়ার কোনও সার্থকতা নাই, যেহেতু, তাঁহাদের সেবা পাওয়াতেই প্রাপ্তির সার্থকতা। সেবার উপকরণ ব্যতীত সেবা সম্ভব নয়; সেবার উপকরণও শ্রীনিতাই; তাই নিতাইয়ের কৃপা না হইলে সেবার উপকরণ পাওয়াও সম্ভব নয়; সেবার উপকরণ ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাইয়াও কোনও লাভ নাই। "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই"—বাক্যে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর বোধ হয় তাহাই বলিয়াছেন। "পেতে নাই—পাওয়া উচিত নয়, পাইয়া কোনও লাভ নাই বলিয়া।"

৬৫-৬৬। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু, আমি দেহ, তুমি প্রাণ; দেহ ও প্রাণ কখনও ভিন্ন যায়গায় থাকে না—একত্রেই থাকে; তুমি দেহ ও প্রাণকে ভিন্ন যায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করিতেছ—প্রাণস্বরূপ তুমি থাকিবে নীলাচলে, আর দেহ-স্বরূপ আমাকে গৌড়দেশে থাকার আদেশ দিতেছ; সাধারণ নিয়মে তাহা সম্ভব নয়—তাহাতে দেহের মৃত্যু অনিবার্য্য; তবে তোমার অচিন্ত্য-শক্তিতে তুমি তাহা করিতে পার। যাহা হউক, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই।"

নাহিক নিয়ম—আমার নিজের কোনও নিয়ম বা স্বাতন্ত্র্য নাই।

৬৮। কুলীনগ্রামবাসীরা পূর্ব্বেও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (২।১৫।১০৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৬৯। কুলীনগ্রামীদের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্ব বৎসরে প্রভু বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন—ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ২।১৫।১০৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।" কিন্তু এইবার বলিলেন—"বৈষ্ণবসেবা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন—এই দুইটীই তোমাদের কর্ত্তব্য।" এবৎসর প্রভু কৃষ্ণসেবার কথা বলিলেন না। "কৃষ্ণসেবা" বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবাই বুঝায়; বিগ্রহসেবা অর্চ্চনমার্গ; অর্চ্চনমার্গ-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন ॥—৭০
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥ ৭১
বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল—॥ ৭২
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ।—শরণাপত্তি-আদি-ভজনাঙ্গের এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের প্রয়োজন নাই। ভক্তিসন্দর্ভ। ২৯৩।" শ্রীভাগবতমতে অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকত্ব নাই বলিয়াই কি প্রভু এবার কুলীন গ্রামবাসীদিগকে অর্চ্চনাঙ্গভূত বিগ্রহসেবার কথা বলেন নাই? [যাহাহউক, অর্চ্চনাঙ্গের অত্যাবশ্যকতা না থাকিলেও, যাঁহারা শ্রীনারদাদির পন্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনার অবশ্য কর্ত্তব্যতাই শ্রীজীবের পরামর্শ।]

৭০। **কে বৈষ্ণব** ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎসরও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল (২।১৫।১০৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ব বৎসরে সামান্য লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবার বোধ হয় একটু বিশেষ লক্ষণই জিজ্ঞাসা করিলেন।

তবে হাসি ইত্যাদি—পূর্ব্ব বৎসরে প্রভু বলিয়াছিলেন,—যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব। এই সামান্য-লক্ষণযুক্ত বৈষ্ণবমাত্রের সেবা করা সম্ভব নয়; কারণ, এই লক্ষণানুসারে প্রায় মানুষমাত্রেই বৈষ্ণব; এমন লোক বোধ হয় নাই, যিনি যে কোনও কারণে অন্ততঃ একবার কৃষ্ণনাম মুখে না আনেন; কিন্তু সকলের যথোচিত সেবা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না; তাই এ-বৎসর পুনরায় সেই প্রশ্ন করা হইয়াছে; ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রভু একটু হাসিলেন।

৭১। এবার প্রভু বৈষ্ণবমাত্রেরই সেবার কথা বলিলেন না; বলিলেন বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সেবা করিতে। তাঁহাদের লক্ষণও বলিলেন—যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম বিরাজিত, তিনিই বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭২। **বর্ষান্তরে**—অন্য বৎসরে; পরের বৎসরেও। **তাঁরা**—কুলীনগ্রামবাসীরা। **ঐছে প্রশ্ন**—বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন।

৭৩। যাঁহাকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর মুখে আপনা-আপনিই কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।

পুকুরের জলে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন যে কেহ জলে নামিবে, তাহার গায়েই তরঙ্গের আঘাত লাগিবে। তদ্রূপ, যিনি পরম-প্রীতিভরে সর্ব্বদা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নামকীর্ত্তন করিতেছেন, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, প্রতিমুহূর্ত্তে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া সেই তরঙ্গ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে; তাঁহার নিকটে যাঁহারা থাকেন, সেই তরঙ্গ তাঁহাদের চিত্তে আসিয়াও আঘাত করিতে থাকে; তখন তাঁহাদের চিত্তও সেই নামকীর্ত্তনোত্থ আনন্দের তরঙ্গে দোলায়িত হইতে থাকে; তাহার ফলেই তাঁহাদের চিত্তেও নামের তরঙ্গ উদ্ভূত হয় এবং সেই তরঙ্গই নামরূপে মুখে স্ফুরিত হয়। সুতরাং যাঁহারা প্রীতিভরে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের দর্শনে দর্শনকারীর মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হওয়া খুব আশ্চর্য্যের কথা নহে।

যাঁহাকে দেখিলে আপনা-আপনিই মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি যে খুব প্রীতিভরেই সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করেন এবং নামকীর্ত্তনের প্রভাবে হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে এবং এই শুদ্ধসত্ত্বই যে আনন্দের তরঙ্গরূপে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না; সুতরাং ঈদৃশ লোক যে বৈষ্ণব-প্রধান হইবেন, তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ—।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥ ৭৪
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৫
স্বরূপ-সহিতে তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি।
দুইজনায় কৃষ্ণ-কথা একত্রই স্থিতি ॥ ৭৬
গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুন মন্ত্র দিল।
ওড়নিষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৭
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৮
সেইরাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুইভাই চড়ান তারে হাসিয়া-হাসিয়া ॥ ৭৯
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৪। বৈষ্ণব-লক্ষণের ক্রম প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা এই :—যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব; যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণবতর; আর যাঁহাকে দেখিলেই মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম।

৭৫। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি; ইনি ছিলেন শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর দীক্ষাগুরু; বিদ্যানিধির জন্মস্থান ছিল চট্টগ্রাম জিলায়।

৭৭। **পুনঃ মন্ত্রদিল**—পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি নবদ্বীপে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীকে যে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাই এখন আবার দিলেন। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী তাঁহার ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহার চিত্তে ইষ্ট-দেবতার ভাল স্ফূর্ত্তি হইত না। এজন্য তিনি বিদ্যানিধির নিকট পুনরায় ঐ মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। **ওড়নি ষষ্ঠী**—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী; এই দিনে জগন্নাথকে নূতন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

৭৮। **মাড়ুয়া বসন**—মাড়সহ নূতন বস্ত্র। ওড়নি-ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথকে যে নূতন কাপড় দেওয়া হয়, তাহা ধোয়া হয় না; নূতন কাপড়ের মাড় সহই জগন্নাথকে দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন **সঘৃণ**—ঘৃণাযুক্ত হইল, মাড়সহ অপবিত্র কাপড় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া।

বিদ্যানিধি মনে করিলেন—"মাড়যুক্ত বস্ত্র হাতে ধরিলেও হাত অপবিত্র হয়, ধুইয়া ফেলিলে তবে হাত শুদ্ধ হয়; অথচ সেবকগণ এমন অপবিত্র জিনিস শ্রীজগন্নাথকে দিল?" বিদ্যানিধি এসকল ভাবিয়া স্বরূপদামোদরের নিকটও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

৭৯। বিদ্যানিধি রাত্রে ঘুমাইতেছেন, এমন সময় স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মাড়ুয়াবসনকে অপবিত্র মনে করিয়া তাঁহাদের সেবকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া—অত্যন্ত ক্রোধ-ভরে বিদ্যানিধির গালে—শ্রীজগন্নাথ একগালে এবং শ্রীবলদেব একগালে—খুব জোরে জোরে চাপড় মারিতেছেন, আর বিদ্যানিধিকে তিরস্কার করিতেছেন। বিদ্যানিধির গালে আঙ্গুলের দাগ রহিয়া গেল, তাঁহার গাল ফুলিয়া গেল। বিদ্যানিধির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও তিনি দেখিলেন, তাঁহার গাল ফুলা, গালে চাপড়ের দাগ রহিয়াছে; পরদিনও এই ফুলা ও দাগ ছিল; স্বরূপদামোদর নিজেও তাহা দেখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০। **অন্তরে উল্লাস**—শ্রীজগন্নাথ-বলরামের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করাতে বিদ্যানিধির অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রীজগন্নাথ বলদেবের বিশেষ কৃপা না থাকিলে তাঁহার অপরাধ দেখাইয়া দিয়া অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে শাস্তি দিতেন ন। অন্যায়ের জন্য স্নেহময়ী জননী নিজের ছেলেকেই শাস্তি দেন, পরের ছেলেকে শাস্তি দিতে যান না।

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮১
তার মধ্যে যে-যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ॥ ৮২
এইমত মহাপ্রভুর চারিবৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা, আসিতে দুইবৎসর লাগিল ॥ ৮৩
আর দুইবৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ ৮৪
পঞ্চম-বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা ॥ ৮৫
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে—॥ ৮৬
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ॥ ৮৭
অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমাদোঁহে বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৮
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই-দয়াময় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৩-৮৪। চারিবৎসর গেল—সন্ন্যাসগ্রহণের পরে এপর্য্যন্ত চারিবৎসর অতিবাহিত হইল; দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে দুইবৎসর এবং দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পরেও বৃন্দাবনে যাওয়ার আলোচনাদিতে আরও দুই বৎসর—এই মোট চারিবৎসর অতীত হইল।

রামানন্দ-হঠে—প্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহেন, নানাবিধ ওজর-আপত্তি উঠাইয়া রায়রামানন্দ যাইতে দেন না।

৮৫। পঞ্চম বৎসর—সন্ন্যাসের সময় হইতে পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ পঞ্চম বারের ১৪৩৬ শকের রথযাত্রায়। ১৪৩১ শকের মাঘীসংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন (১৷৭৷৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকাব্দে তিনি দক্ষিণ দেশে থাকেন; ১৪৩৪ শকাব্দের রথযাত্রার সময়েই গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে আসেন (২৷১৷৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ইহা হইল সন্ন্যাসের পরে তৃতীয় বৎসরে। এ-বৎসরের ভক্তসমাগমের কথাই মধ্যলীলার একাদশপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম সৎসরের রথযাত্রা হইবে ১৪৩৬ শকাব্দের আষাঢ়ে। ১৪৩৪ শকাব্দে গৌড়ীয়ভক্তের প্রথম নীলাচলে আগমন হইলে ১৪৩৬ শকাব্দের আগমন হইবে তাঁহাদের তৃতীয় আগমন; এই বৎসরে তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যকালে নীলাচলে থাকেন নাই, রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে চলিয়া যায়েন (রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা। ২৷১৬৷৮৫॥)। এই পরিচ্ছেদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ১২-৭৫ পয়ারে যে গৌড়ীয়-ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের কথা বলা হইয়াছে, সে বৎসর তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের শেষ পর্য্যন্ত নীলাচলে ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬-৮ পয়ার হইতে জানা যায়; সুতরাং ১২-৭৫ পয়ারোক্ত ভক্ত-সমাগম ১৪৩৬ শকাব্দের ভক্তসমাগম নহে এবং ইহা ১৪৩৪ শকাব্দের ভক্তসমাগমও নহে; কারণ ১৪৩৪ শকাব্দের ভক্ত-সমাগমের কথা মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই, ১২-৭৫ পয়ারোক্ত ভক্ত-সমাগম ১৪৩৫ শকাব্দের রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই হইয়াছিল বুঝিতে হইবে; কিন্তু ১৪৩৪ শকাব্দের আগমন প্রথম আগমন এবং সন্ন্যাসের পরে তৃতীয় বৎসরের আগমন হইলে ১৪৩৫ শকাব্দের আগমন হইবে গৌড়ীয়-ভক্তদের দ্বিতীয় আগমন এবং ইহাই হইল সন্ন্যাসের সময় হইতে চতুর্থ বৎসরের এবং প্রভুর দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসার পরে দ্বিতীয় বৎসরের ভক্তসমাগম; সুতরাং এই ১৪৩৫ শকাব্দার আগমনকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ১১ পয়ারে যে "তৃতীয় বৎসরে" বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না; সন্ন্যাসের সময় হইতে ধরিলে ইহা "চতুর্থ বৎসরে", অথবা প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে ধরিলে "দ্বিতীয় বৎসরে" হইবে। সন্ন্যাসের পরে প্রথম রথযাত্রা, দ্বিতীয় রথযাত্রা ইত্যাদিরূপে রথযাত্রা ধরিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করা হইল।

৮৭। তোমার হঠে—তোমরা জোর করিয়া নিষেধ করাতে।

৮৮। অবশ্য চলিব—এবার আমি নিশ্চয়ই যাইব।

৮৯। সমাশ্রয়—মুখ্য আশ্রয়; পূজ্য বস্তু। অথবা, তুল্যরূপে আশ্রয় বা অবলম্বন; তুল্যরূপে পূজ্য।

গৌড়দেশ দিয়া যাব তা-সভা দেখিয়া।
তুমি-দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৯০
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়—।
প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯১
দোঁহে কহে—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৯২
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়াণ ॥ ৯৩
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর—সব সঙ্গে লৈলা ॥ ৯৪
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়াভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা ॥ ৯৫
উড়িয়াভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবর্ত্তিলা।
নিজভক্তগণ-সঙ্গে ভবানীপুর আইলা ॥ ৯৬
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥ ৯৭
প্রসাদ ভোজন করি তাহাঁই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥ ৯৮
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ৯৯
রামানন্দরায় সব-গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০০
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়াণ ॥ ১০১
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০২
পুন উঠে, পুন পড়ে, প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৩
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১০৪
পুন স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৫
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। জননী ও গঙ্গাকে দর্শন করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া গৌড়দেশ দিয়াই প্রভুকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে, তাহাই প্রভু বলিলেন।

৯১। **দোঁহে**—রায়রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম। **হঠ**—জোর।

৯৩। **বিজয়াদশমীদিনে**—১৪৩৬ শকাব্দার বিজয়াদশমী দিনে। **পয়ান**—প্রয়াণ; গমন।

৯৪। **কড়ার চন্দন**—জগন্নাথের অঙ্গের শুষ্ক প্রসাদী চন্দন। **ডোর**—পট্টডোরী।

৯৬। **নিবর্ত্তিলা**—তাঁহার সঙ্গে চলিতে নিবারণ করিলেন। **ভবানীপুর**—পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ; পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। **নিজ ভৃত্যগণ**—জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি।

৯৭-৯৮। **পাছে**—প্রভুর পরে। **তাঁহাই**—ভবানীপুরে।

৯৯। **গোপাল**—সাক্ষীগোপাল। **সপ্নেশ্বর**—এক বিপ্রের নাম।

১০০। **রামানন্দ রায়** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণকে রামানন্দরায় নিমন্ত্রণ করিলেন।

১০১। কটকই রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ছিল; রাজা তখন কটকে ছিলেন; রামানন্দ রায় যাইয়া রাজাকে প্রভুর আগমনবার্ত্তা জানাইলেন।

১০৫। **প্রভু কৃপাশ্রুতে**—মহাপ্রভু কৃপা করিয়া স্বীয় নেত্রজলে রাজার দেহকে স্নান করাইলেন। অথবা, প্রভুর কৃপারূপ অশ্রুতে রাজার দেহ স্নাত হইল; প্রভুর কৃপাই যেন অশ্রুরূপে ঝরিয়া রাজাকে সর্ব্বাঙ্গে স্নান করাইয়া স্নিগ্ধ করিল।

১০৬। **কায়মনোবাক্যে**—আলিঙ্গনে কায়কৃপা, মনে সন্তুষ্ট হইয়া মনঃকৃপা এবং আলাপে বাক্য-কৃপা।

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' যাতে হৈল নাম॥ ১০৭
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥ ১০৮
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লিখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল—॥ ১০৯
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত নব্যগৃহে সামগ্রী ভরিবা॥ ১১০
আপনি প্রভুকে লঞা তাহাঁ উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥ ১১১
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন মর্দ্দরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা—কর সর্ব্বকাজ॥ ১১২
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদী-তীরে।
তাহাঁ স্নান করি প্রভু যাবেন নদীপারে॥ ১১৩
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি॥ ১১৪
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্যবাস।
রামানন্দ! যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ॥ ১১৫
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল।
হস্তি-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল॥ ১১৬
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া॥ ১১৭
চিত্রোৎপলানদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখি করয়ে প্রণাম॥ ১১৮
প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নেত্র অশ্রু বরিষয়॥ ১১৯
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে॥
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরদরশনে॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৭। **প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা**—প্রতাপরুদ্রের রক্ষাকর্ত্তা।

১০৯। প্রভুর গৌড়ে যাওয়ার পথে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বমধ্যে যে যে যায়গা পড়ে, সেই সেই স্থানের প্রাধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের নিকটে রাজা পত্র পাঠাইলেন। (পত্রে কি কি লিখিত হইল, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে)। **বিষয়ী**—রাজকর্ম্মচারী।

১১০-১১। রাজকর্ম্মচারীদের নিকটে লিখিত পত্রের মর্ম্ম এই দুই পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

আবাস—বাসস্থান, ঘর। **নব্যগৃহে**—নূতন ঘরে। **তাহাঁ**—প্রভুর জন্য নির্ম্মিত নূতন বাসায়। **উত্তরিবা**—উপস্থিত হইবা। **বেত্রহস্তে**—সেবার নিমিত্ত বেত্রহস্তে প্রহরী স্বরূপ থাকিবে।

১১২। **মহাপাত্র**—প্রধান রাজকর্ম্মচারী। **সর্ব্বকাজ**—পরবর্ত্তী ১১৩-১১৫ পয়ারোক্ত সমস্ত কাজ।

১১৩-১৪। **নব্য নৌকা**—নূতন নৌকা, প্রভুর চিত্রোৎপলা নদী পার হওয়ার জন্য। **স্তম্ভ**—প্রভুর গমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী স্তম্ভ, নদীর যে স্থান দিয়া প্রভু পার হইবেন, সেই স্থানে প্রস্তুত করিবে। **মহাতীর্থ**—বৃহৎ ঘাট; সেস্থানে খুব বড় একটা ঘাট তৈয়ার করার জন্যও রাজা আদেশ করিলেন। **তীর্থ**—ঘাট। **তাহাঁ যেন মরি**—রাজা বলিলেন—"প্রাণত্যাগকালে সেই ঘাটে থাকিতে পারিলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।" অথবা **মহাতীর্থ**—মহাপুণ্যজনক পবিত্র স্থান। প্রভু যে স্থানে স্নান করিবেন, সেই স্থান মহাপবিত্র, মহাপুণ্যময়। প্রভুর স্নানের স্মৃতিচিহ্নরূপে সে স্থানে একটী স্তম্ভ স্থাপন কর, ইত্যাদি।

১১৫। **চতুর্দ্বার**—চৌদার-নামক স্থান। **নব্যবাস**—নূতন বাসগৃহ।

১১৬-১৭। **তাম্বুগৃহ**—বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ; তাঁবু। হাতীর উপরে তাম্বু খাটাইয়া রাজরাণীগণকে তাহাতে রাখিলেন। প্রভু যে পথে যাইবেন, সেই পথের ধারে হাতীগুলিকে সারি করিয়া রাখা হইল, যেন রাণীগণ প্রভুর দর্শন পাইতে পারেন।

১১৮। **মহিষী**—রাজার রাণী। **করয়ে প্রণাম**—তাঁবুর ভিতর হইতেই প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

১২০। **দূর দরশনে**—যাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও।

নৌকাতে চঢ়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি আইল চতুর্দ্বার॥ ১২১
রাত্র্যে তথা রহি প্রাতে স্নান-কৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥ ১২২
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনেদিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥ ১২৩
স্বগণ-সহিত প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরিহরি'॥ ১২৪
রামানন্দ, মর্দ্দরাজ, শ্রীহরিচরন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥ ১২৫
প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥ ১২৬
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ ১২৭
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল, সভার কে করে গণন?॥ ১২৮
গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ' প্রভু নিষেধিলা॥ ১২৯
পণ্ডিত কহে—যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥ ১৩০
প্রভু কহে—ইহাঁ কর গোপীনাথ-সেবন।
পণ্ডিত কহে—কোটি সেবা ত্বৎপাদদর্শন॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৯। **ক্ষেত্রসন্ন্যাস**—ক্ষেত্রে (শ্রীক্ষেত্রে) বাস করার সঙ্কল্পপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস (অন্য সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগ): যাবজ্জীবন শ্রীক্ষেত্রে বাসের সঙ্কল্প। **নিষেধিলা**—প্রভুর সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন, তখন শ্রীপাদ গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; পণ্ডিত-গোস্বামীর সঙ্কল্প ছিল—যাবজ্জীবন তিনি শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিবেন, শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া একদিনের জন্যও অন্য কোথাও যাইবেন না। এক্ষণে, তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"গদাধর! তুমি তোমার শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিও না, আমার সঙ্গে অসিও না।"

১৩০। **যাহাঁ তুমি** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া পণ্ডিত-গোস্বামী বলিলেন—"তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র)।" তাৎপর্য্য এই যে—"তুমি শ্রীক্ষেত্রে ছিলে বলিয়াই আমি ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প করিয়া-ছিলাম; আমার সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য ছিল—তোমার নিকটে থাকা। তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও সেখানেই যাইতে হইবে, নচেৎ তোমার নিকটে থাকার সঙ্কল্প আমার রক্ষিত হইবে না। তোমার নিকটে থাকিলেই আমার সঙ্কল্পের গূঢ় মর্ম্ম রক্ষিত হইবে; তাই বলিতে পারি—যেখানে তুমি, সেখানেই আমার শ্রীক্ষেত্র, সেখানে থাকিলেই আমার শ্রীক্ষেত্রবাস হইবে।"

অথবা, তত্ত্বকথাও এই যে, প্রভু যেখানে, সেখানেই নীলাচল বা শ্রীক্ষেত্র। যেহেতু, ভগবান্ যে যে স্থানে যায়েন, তাঁহার ধামও সেই সেই স্থানে প্রকটিত হয়েন, ভগবান্ সর্ব্বদাই স্বীয় ধামেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১।৩।২১-২২, ১।৫।১৫-১৬ পয়ারের টীকাদ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর ইত্যাদি—ভৌগোলিক স্থান যে শ্রীক্ষেত্র, সেইস্থানে বাসের সঙ্কল্প আমার রসাতলে যাউক, অর্থাৎ—শ্রীক্ষেত্র নামক স্থানে মাত্র বাসের জন্যই আমার সঙ্কল্প ছিল না; তোমা ছাড়া শ্রীক্ষেত্রে বাসের সঙ্কল্প আমার ছিল না; এবং এখনও তদ্রূপ ইচ্ছা নাই; সুতরাং গৌরশূন্য শ্রীক্ষেত্রে আমি বাস করিব না।

১৩১। প্রভু বোধ হয় বুঝিলেন যে, গদাধর যে যুক্তি দিতেছিলেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গদাধরের সঙ্কল্পের অক্ষরের দিকে না চাহিয়া মর্ম্মের দিকে চাহিলে দেখা যায়, তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তাই বোধ হয় প্রভু অন্য হেতু দেখাইয়া গদাধরকে তাঁহার সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রভু বলিলেন—"গদাধর! তুমি নীলাচলে থাকিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা কর।" গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী পূর্ব্ব হইতেই

প্রভু কহে—সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ ১৩২
পণ্ডিত কহে—সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর ॥ ১৩৩
আই দেখিতে যাব আমি, না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা-সেবা-ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী॥ ১৩৪
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৫
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা করিতেন; তাঁহার সেবিত বিগ্রহ এখনও আছেন এবং টোটা-গোপীনাথ বলিয়া পরিচিত; সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত।

ত্বৎ-পাদদর্শন—তোমার চরণ দর্শন। প্রভুর কথা শুনিয়া গদাধর এবার বলিলেন—"প্রভু! তোমার চরন-দর্শনেই কোটি বিগ্রহসেবার ফল পাওয়া যায়।" ইহারও তাৎপর্য্য এই যে—"গোপীনাথ-বিগ্রহ সেবার জন্য আমি শ্রীক্ষেত্রে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গেই থাকিব।"

১৩২। প্রভু এবার যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন; বলিলেন—"গদাধর! গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া গেলে অপরাধ হইবে; আমার জন্যই যখন তুমি বিগ্রহসেবা ত্যাগ করিতেছ, তখন সেই অপরাধ আমাকেই স্পর্শ করিবে। আমার সন্তুষ্টিই তো তুমি চাও; তুমি এখানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; তাতে আমিও তোমার বিগ্রহসেবা ত্যাগের অপরাধ হইতে রক্ষা পাইব।"

১৩৩। পণ্ডিতও নাছোড়বন্দা; প্রভুর কথা শুনিয়া বলিলেন—"প্রভু, সেবা ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য যদি কোনও অপরাধ হয়, তবে সমস্ত অপরাধই আমি গ্রহণ করিব, আমিই তাহার ফলভোগ করিব; তোমার তাতে কোনও দায় নাই। তোমার সঙ্গে গেলে তোমাকে অপরাধ স্পর্শ করিবে বলিতেছ; আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না, একাকী পৃথগ্‌ভাবে যাইব; তাহা হইলে তো তোমাকে সেবাত্যাগের নিমিত্তভাগী হইতে হইবে না, কোনও অপরাধও তোমাকে স্পর্শ করিবে না।"

১৩৪। পণ্ডিত আরও বলিলেন—"পৃথগ্‌ভাবে গেলেও তোমার জন্যই যাইতেছি বলিয়া তোমাকে সেবাত্যাগের নিমিত্তভাগী হইতে হইবে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইতে পারে। আচ্ছা, আমি তোমারই জন্য যাইব না; আমি নবদ্বীপে যাইব—আইকে (শচীমাতাকে) দেখিতে। শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ এবং গোপীনাথের সেবাত্যাগের জন্য যাহা কিছু অপরাধ হইবে, তৎসমস্তই আমার, তাতে তোমার কোনও দায় নাই।"

প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা (সঙ্কল্প) এবং গোপীনাথের সেবা ত্যাগ বশতঃ যাহা কিছু দোষ (অপরাধ) হইবে, তৎসমস্ত। (শ্রীক্ষেত্রে থাকা-কালেই উক্তরূপ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল)।

১৩৫। পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তি দেখাইয়া পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীক্ষেত্র হইতেই পৃথগ্‌ভাবে রওনা হইলেন; প্রভুর সঙ্গে আসিলেন না। প্রভু যখন কটকে আসিলেন, তখন তিনি পণ্ডিতকে ডাকাইয়া নিকটে আনিলেন।

১৩৬। **তৃণপ্রায়**—তৃণতুল্য। শ্রীগোপীনাথের সেবা তৃণতুল্য তুচ্ছ মনে করিয়া গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী তাহা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন, এইরূপ অর্থ হইবে না; তৃণত্যাগে যেমন কোনও কষ্ট হয় না, মহাপ্রভুর সঙ্গে আসার জন্য গোপীনাথের সেবাত্যাগেও গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর তদ্রূপ কোনও কষ্ট হয় নাই। কষ্ট না হওয়ার হেতু এই :—তত্ত্বে শ্রীগদাধর হইলেন শ্রীরাধিকা, আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের জন্য, শ্রীরাধিকা—দেহ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সবই ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনও কষ্টই হয় না। শ্রীগোপীনাথ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি। বিগ্রহমূর্ত্তি ও স্বরূপমূর্ত্তিতে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও ভক্তের প্রেমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহমূর্ত্তিতেও স্বরূপের বৈদগ্ধ্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ হইলেও, সাক্ষাৎ-স্বরূপমূর্ত্তির সেবায় এবং বিগ্রহমূর্ত্তির সেবায় বোধ হয় সেবাসুখের পার্থক্য আছে। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট

তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাথে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ—॥১৩৭
'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে' এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৮
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ ॥ ১৩৯
মোর সুখ চাহ যদি—নীলাচলে চল।
আমার শপথ—যদি আর কিছু বোল ॥ ১৪০
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চঢ়িলা।
মূর্চ্ছিত হৈয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥ ১৪১
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে—উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখিয়াই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। অনুরাগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিত্রপটস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মাধুর্য্যাদিও তাঁহার চক্ষুতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল সত্য; কিন্তু ঐ চিত্রপটস্থিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুর্য্যাদি শ্রীরাধিকার মনে স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের বাসনা প্রবল বেগে বাড়াইয়া দিত মাত্র; স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কেবল তাঁহার চিত্রপটের মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ বাড়াইত না। বাস্তবিক, চিত্রপট ত্যাগ করিয়াও শ্রীরাধিকা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকাস্বরূপ গদাধরের সম্বন্ধেও এই কথা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীগোপীনাথের সেবা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি সেবাত্যাগের সঙ্কল্প করেন নাই; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার সেবা-ত্যাগের সঙ্কল্প অনুমোদন করেন নাই। ভূমিকায় "প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩৭। **চরিত্রে**—আচরণে। এস্থলে প্রভু যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা গদাধরের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ-রূপ আচরণে নহে। যে প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগদাধর "প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগের" অপরাধ নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিতেছেন, সেই প্রেম দেখিয়াই প্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন।

১৩৮। **সে সিদ্ধ হইল**—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা এবং গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করার জন্য তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল; যেহেতু তুমি ক্ষেত্র ছাড়িয়া কটক পর্য্যন্ত আসিয়াছ; সুতরাং ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে; আর নীলাচল হইতে চলিয়া আসা অবধি শ্রীগোপীনাথের সেবাও করিতেছ না; সুতরাং সেবাত্যাগের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে।

১৩৯। **দুইধর্ম্ম**—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম্ম এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্ম—এই দুই ধর্ম্ম।

১৪০। **মোর সুখ চাহ যদি**—প্রেমিক ভক্ত উপাস্যের সুখই চাহেন, কখনও নিজের সুখ চাহেন না; বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত ভজন। এজন্যই গৌরগতপ্রাণ গদাধরকে প্রভু বলিলেন, "গদাধর, তুমি যে ক্ষেত্র ও সেবা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে তোমার নিজের সুখ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমার তাতে অত্যন্ত দুঃখ হয়; যদি আমাকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি আমার সঙ্গে আসিও না; তুমি নীলাচলে ফিরিয়া যাও, যাইয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা কর।" প্রেমিক ভক্ত গদাধরের এ-কথার উপর আর কিছু বলিবার রহিলনা। শ্রীপাদ-গদাধরের সহিত প্রভুর শেষ কথা হইতেছিল চিত্রোৎপলা-নদীর তীরে। "আমার শপথ যদি আর কিছু বোল"—একথা বলিয়াই প্রভু নৌকায় উঠিলেন, গদাধরকে আর কিছু বলার অবকাশই দিলেন না। আর, গদাধরকে নীলাচলে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রভু সার্ব্বভৌমকেও আদেশ করিয়া গেলেন।

প্রভুর এই অবতারের একটী উদ্দেশ্য—জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া এবং জীবের নিকটে ভজনের আদর্শ-স্থাপন করা। প্রভু নিজেও তাহা করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামি-দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-সেবার আদর্শ-স্থাপন করাইয়াছেন; তাই গদাধর ব্রতরূপে শ্রীগোপীনাথের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা ব্রতরূপে গৃহীত হয়, তাহা কখনও পরিত্যজ্য নয়, পরিত্যাগ করিলেই ব্রত ভঙ্গ হয়। ভজনাঙ্গ ব্রতরূপেই গ্রহণ

তুমি জান—কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥ ১৪৩

তথাহি (ভাঃ ১।৯।৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিবহন্তুমিভংগতোত্তরীয়ঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মমতু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবানিত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বনিগমং অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবম্ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা। শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা অধি অধিকাং কর্ত্তুং যো রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ অভ্যগাৎ অভিমুখমধাবৎ। ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব। কিম্ভূতঃ ধৃতো রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ তদা চ সংরম্ভেণ মনুষ্যনাট্য-বিস্মৃতেরুদরস্থ-সর্ব্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলদ্গুঃ চলন্তী গৌঃ পৃথিবী যস্মাৎ। তেনৈব সংরম্ভেণ পথি গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ মুকুন্দঃ মে গতির্ভবত্বিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে হয়; তাহা না হইলে ভজনে নিষ্ঠা জন্মে না, ভজনও আশু ফলপ্রদ হয় না। গদাধরের পক্ষে গোপীনাথ-সেবা-ত্যাগ যদি প্রভুর অনুমোদন লাভ করিত, তাহা হইলে ব্রতরূপে ভজনাঙ্গ-গ্রহণের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইত, জীবের পক্ষে তাহা অকল্যাণজনক হইত। তাই প্রভু এক রকম জোর করিয়াই শ্রীল গদাধরকে নীলাচলে পাঠাইলেন—যেন তাঁহার ব্রতভঙ্গ না হয়, জীবশিক্ষার উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। ভজনাদর্শ-স্থাপনের জন্যই গদাধরের দ্বারা গোপীনাথের সেবা; সাধকরূপে তাঁহার ভজনের প্রয়োজন ছিলনা; যেহেতু, তিনি নিত্যসিদ্ধ-পরিকর। পরবর্ত্তী ১৪৬-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৪৩। **ভক্ত-কৃপাবশে**—ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে কৃপা, তাহার বশীভূত হইয়া। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি অস্ত্র ধরিবেন না; আর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাইবেন। একদিন ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুন আচ্ছন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র হাতে করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল এবং ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল; শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বৎসলতাগুণের পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গদাধরের প্রতি কৃপাবশতঃ নিজে তাঁহার বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করিয়াও, তাঁহার শ্রীক্ষেত্রবাসের ও গোপীনাথসেবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। রথস্থঃ (রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ) স্বনিগমং (স্বীয় প্রতিজ্ঞা—আমি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবনা, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা) অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) মৎপ্রতিজ্ঞাং (আমার প্রতিজ্ঞাকে—আমি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইব, ভীষ্মের এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে) ঋতং (সত্য) অধিকর্ত্তুং (করিবার নিমিত্ত) অবপ্লুতঃ (সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) ধৃতরথচরণঃ (রথচক্র—সুদর্শনচক্র—ধারণ পূর্ব্বক)—ইভং (হস্তীকে) হন্তুং (হনন করার নিমিত্ত) হরিঃ (সিংহ) ইব (যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ) অভ্যগাৎ (আমার অভিমুখে ধাবিত হইলেন); [তদা] (তৎকালে) চলদ্গুঃ (পদভর-কম্পিত-পৃথিবী—যাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল) গতোত্তরীয়ঃ (এবং স্খলিতোত্তরীয়—যাঁহার অঙ্গ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছিল) [মুকুন্দঃ মে গতিঃ ভবতু] (সেই মুকুন্দ আমার গতি হউক)।

অনুবাদ। যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত, সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ করিয়া সুদর্শন-চক্রধারণপূর্ব্বক, হস্তী বধ করার নিমিত্ত সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; যাঁহার সংরম্ভে তৎকালে পৃথিবী প্রতিপদে কম্পিত হইতেছিল এবং যাঁহার উত্তরীয়-বসন তৎকালে অঙ্গ হইতে স্খলিত হইতেছিল, সেই মুকুন্দ আমার গতি হউন। ২

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া॥ ১৪৪
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥ ১৪৫
প্রভু লাগি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ॥
ভক্তধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকটী যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি।

স্বনিগমম্—**স্ব** (নিজের) নিগম (প্রতিজ্ঞা) ; শ্রীকৃষ্ণের নিজের প্রতিজ্ঞাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না ; কিন্তু তিনি নিজের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন ; কি জন্য তাহা ভঙ্গ করিলেন ? তাহা বলিতেছেন ভীষ্মদেব—**মৎপ্রতিজ্ঞাং**—আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞাকে **ঋতং**—সত্য **অধিকর্ত্তুং**—করার নিমিত্ত ; অধিকর্ত্তুং অর্থ—অধিক করিতে ; কৃষ্ণের নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞার আধিক্য দেখাইতে। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাইবেন ; পরমভক্ত ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নিমিত্ত ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করিলেন। কোন্ সময়ে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ ইহা করিলেন ? একদিন ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, অর্জ্জুনের সম্যক্ যুদ্ধসামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণের বশীভূত হইয়া ভীষ্মের বাক্যকে সত্য করার নিমিত্ত **অবপ্লুতঃ**—সহসা অবতীর্ণ, অর্জ্জুনের রথ হইতে সহসা অবতরণ পূর্ব্বক **ধৃতরথচরণঃ**—ধৃত হইয়াছে রথচরণ (চক্র—সুদর্শনচক্র) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ, সুদর্শনচক্র ধারণ পূর্ব্বক **অভ্যগাৎ**—(ভীষ্মের) অভিমুখে ধাবিত হইলেন ; কিরূপে ধাবিত হইলেন ? **ইভং**—হস্তীকে **হন্তুং** হনন করিতে **হরিঃ**—সিংহ **ইব**—যেমন ; হস্তীকে বধ করার নিমিত্ত সিংহ যেরূপ বেগে হস্তীর অভিমুখে ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সুদর্শনচক্র লইয়া সেইরূপ ভাবে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? তিনি তখন **চলদ্গুঃ**—চলৎ (কম্পিত হইয়াছে) গো (গু—পৃথিবী) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ হইয়াছিলেন, তাঁহার পদভরে তখন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল ; আর তিনি **গতোত্তরীয়ঃ**—গত (স্খলিত) হইয়াছে উত্তরীয় যাঁহার, তাদৃশ হইয়াছিলেন ; তিনি তখন এত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিলেন যে, তাঁহার স্কন্ধ হইতে তখন তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় ; তাই "মুকুন্দ মে গতিঃ ভবতু"—ইহা শ্লোকশেষে যোগ করিয়া লইতে হইয়াছে।

১৪৩-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

এই শ্লোকে "অভ্যগাৎ"-স্থলে "অভ্যযাৎ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ একই।

১৪৫। **দুইজনে**—সার্ব্বভৌম ও গদাধর।

১৪৬। এই পয়ারে গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না নেওয়ার হেতু বলা হইয়াছে। **ভক্তধর্ম্মহানি** ইত্যাদি—স্বীয় ভক্তের ধর্ম্মের কোনওরূপ হানিই প্রভু সহ্য করিতে পারেন না। গদাধর যদি প্রভুর সঙ্গে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম নষ্ট হইত এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্মেরও হানি হইত ; প্রভুর পক্ষে এইরূপ ধর্ম্মহানি অসহনীয় ; তাই প্রভু গদাধরকে সঙ্গে নিলেন না।

কিন্তু ইহা হইল গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না নেওয়ার বাহ্যকারণমাত্র ; গূঢ় কারণটী কি ? প্রভুর অবতারের দুইটী উদ্দেশ্য—ভক্তিপ্রচারদ্বারা জীবশিক্ষা এবং রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদন ; জীবশিক্ষা হইল বাহ্য উদ্দেশ্য ; কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদন হইল অন্তরঙ্গ বা নিজস্ব উদ্দেশ্য। ভক্তের ধর্ম্মরক্ষা করাইয়া ধর্ম্মরক্ষার অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইল বাহ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ; কৃষ্ণসেবা বা ভগবদ্ধামাদিতে বাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করা কোনও সাধকের পক্ষেই কর্ত্তব্য নহে,—ইহাই হইল গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না নেওয়ার জীবের প্রতি প্রভুর শিক্ষা ; ইহা অবতারের বাহ্য-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল। আর শ্রীরাধিকার ভাবে চিত্তকে বিভাবিত করিয়া শ্রীরাধারই ন্যায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি

প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ॥ ১৪৭
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায়॥ ১৪৮
প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি-দিনে॥ ১৪৯
প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন॥ ১৫০
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥ ১৫১
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥১৫২
রায়ের বিদায়-কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনই হইল প্রভুর অবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনেও এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্কল্প ছিল, তাঁহার প্রত্যেক লীলাতেই তাহা আছে। যখন প্রভু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনে লীলা অপ্রকট, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট; বৃন্দাবন তখন কৃষ্ণশূন্য। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই অবস্থাটীর উপলব্ধি এবং আস্বাদন করাই বোধ হয় প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁহার পক্ষে রাধাভাবের নিবিড়তা ও অবিচ্ছিন্নতা একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু গদাধর সঙ্গে থাকিলে তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নতা সম্ভব হইত না; কারণ, শ্রীগদাধর ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শক্তি বা কান্তাশক্তি (১।১।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাঁহাতে দক্ষিণা-নায়িকার ভাবই প্রধানরূপে অভিব্যক্ত; সুতরাং তাঁহার সান্নিধ্যে অথবা তাঁহার ভাবের প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নাগর-ভাবের বা শ্রীকৃষ্ণভাবের অভিব্যক্তিই সম্ভব, রাধাভাবের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক নহে; কিন্তু নাগর-ভাবের অভিব্যক্তি প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল হইত; তাই বোধ হয় প্রভু গদাধরকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহাই গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না নেওয়ার গূঢ় কারণ বলিয়া মনে হয়।২।১৩।৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। **প্রেমের বিবর্ত্ত**—বিবর্ত্ত অর্থ, বিশেষরূপে স্থিতি; অথবা, বিশেষ অবস্থা। প্রেমের বিবর্ত্ত—প্রেমের বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ লক্ষণ। গদাধর নিজের প্রতিজ্ঞা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়াও—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের অপরাধ ও সেবাত্যাগের অপরাধ মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াও যে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রভুর সেবার জন্যই। ইহা প্রেমের কার্য্য, প্রেমের একটী বিশেষ অবস্থা; প্রেমের বিবর্ত্ত; প্রেমের স্বভাববশতঃই প্রভুর সেবার জন্য গদাধর প্রতিজ্ঞা ও সেবাত্যাগের অপরাধ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। **অথবা**, বিবর্ত্ত অর্থ বিপরীত ভাব; **প্রেমের বিবর্ত্ত**—প্রেমের বিপরীত ভাব। প্রেমের স্বভাবে ভক্ত প্রভুর সুখ বাঞ্ছা করেন, আবার সেই প্রেমের স্বভাবেই প্রভুও ভক্তের ধর্ম্মরক্ষা বাঞ্ছা করেন। প্রভুর জন্য ভক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়েন, আবার ভক্তের জন্যও প্রভু (নিজ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গাদিদ্বারা) ধর্ম্ম ত্যাগ করেন। ভক্তের মনের গতি প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর মনের গতি তাহার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ভক্তের দিকে, ইহাই প্রেমের বিপরীত ভাব, প্রেমের বিবর্ত্ত। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৬-পয়ারের মর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে হয়।

১৪৮। **দুই রাজপাত্র**—দুইজন রাজকর্ম্মচারী, পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২ পয়ারোক্ত হরিচন্দন ও মর্দ্দরাজ। ইঁহারা প্রভুর সঙ্গেই যাইতেছিলেন; যাজপুর পর্য্যন্ত আসিলে প্রভু তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

১৪৯। কিন্তু রামানন্দ রায় তখনও প্রভুর সঙ্গেই চলিতেছিলেন; তিনি রেমুণা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

১৫২। প্রভু রায়কে বিদায় দিতেই রায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন—বিরহ-দুঃখের আতিশয্যে।

তবে ওড্রদেশসীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥ ১৫৪
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ—॥ ১৫৫
মদ্যপ-যবনরাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার॥ ১৫৬
পিছলদা-পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার॥ ১৫৭
দিনকথো রহ, সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥ ১৫৮
সেইকালে সে-যবনের এক চর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর॥ ১৫৯
প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া—॥ ১৬০
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে॥ ১৬১
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সভে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥ ১৬২
লক্ষলক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥ ১৬৩
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥ ১৬৫
কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি।
তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥ ১৬৫
এত কহি সেই চর 'হরিকৃষ্ণ' গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৪। **ওড্রদেশ সীমা**—উড়িষ্যাদেশের সীমা। **রাজ-অধিকারী**—উড়িষ্যারাজের অধীনে স্থানবিশেষের অধিপতি।

১৫৬। উড়িষ্যার সীমার পরেই যবনরাজার রাজ্য; তিনি মদ্যপান করেন এবং পথিক লোকের উপর অত্যাচারও করেন; তাই তাঁহার রাজ্য দিয়া কেহই চলাচল করিতে সাহস করে না।

১৫৭। **নদী**—মন্ত্রেশ্বর নদ (পরবর্ত্তী ১৯৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১৫৮। **সন্ধি**—শত্রুতাত্যাগপূর্ব্বক মিলন।

১৫৬-৫৮ পয়ার প্রভুর প্রতি রাজ-অধিকারীর উক্তি।

১৫৯। **সেইকালে**—যেই সময়ে রাজ-অধিকারী প্রভুর নিকটে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন, সেই সময়ে। **চর**—রাজার কর্ম্মচারী বিশেষ; রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি হয়, সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানানই ইহার কার্য্য। **উড়িয়া কটকে**—উড়িষ্যার মধ্যে কটক নামক স্থানে; ইহা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী কটক নহে। **করি বেশান্তর**—অন্যবেশে; গুপ্তবেশে। সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য গুপ্তচরেরা প্রায়ই স্বীয় বেশ ত্যাগ করিয়া অন্যবেশ পরিধান করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, এই চর হিন্দু ছিল।

১৬০। **সেই যবন-পাশ**—পিছলদা পর্য্যন্ত যাঁর অধিকার, সেই মদ্যপ অত্যাচারী যবনরাজার নিকটে। হিন্দুচর যাহা বলিল, পরবর্ত্তী ১৬১-৬৫ পয়ারে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৬৪। **সেই সব লোক**—যাঁহারাই সেই সন্ন্যাসীর নিকটে আসে, তাঁহারাই। **বাউল**—পাগল; প্রেমোন্মত্ত।

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তের মত হইয়া তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া হাসে, নাচে, কান্দে এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

১৬৫। **তাঁহার স্বভাবে** ইত্যাদি—সেই সন্ন্যাসীর কাজ-কর্ম্ম এবং তাঁহার প্রভাবাদি দেখিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে হয়; কারণ, লোকের মধ্যে এইরূপ আচরণাদি সম্ভব নহে।

১৬৬। উক্তরূপ কথা বলিয়া হিন্দুচরও প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনাম ও কৃষ্ণনাম করিয়া নৃত্যাদি করিতে লাগিল।

এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৭
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৬৮
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি—।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী ॥ ১৬৯
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ, এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭০
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধভয় ॥ ১৭১
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়—।
মদ্যপ-যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় ? ॥ ১৭২
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে শ্রবণে যার জগৎ তারিল ॥ ১৭৩
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন—।
ভাগ্য তাঁর, আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥ ১৭৪
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥ ১৭৫
বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ ১৭৬
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥ ১৭৭
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৭৮
"অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল ॥ ১৭৯
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥" ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬৭। **মন ফিরি গেল**—মনের মধ্যে হিন্দুর প্রতি যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। **বিশ্বাস**—বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। দূতের ভিতর দিয়াই প্রভু যবন-রাজকে কৃপা করিলেন।

১৬৯। **উড়িয়াকে**—উড়িয়া দেশের রাজ-অধিকারীকে।

১৭২। **মহাপাত্র**—রাজ-অধিকারী।

১৭৩। মদ্যপ-যবনরাজার মতি-পরিবর্ত্তনের হেতু বলিতেছেন।

যাঁহাকে দর্শন করিয়া, যাঁহার মুখে শ্রীহরিনাম শুনিয়া, কিম্বা যাঁহার কথা অন্যের মুখে শুনিয়াও জগতের লোক উদ্ধার পাইয়া যায়, সেই মহাপ্রভু নিজেই কৃপা করিয়া যবন-রাজার মতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

১৭৫। **প্রতীত করিয়ে** ইত্যাদি—মহাপাত্র বলিলেন, যবন-অধিকারী যদি সৈন্যাদি ছাড়িয়া পাঁচ-সাতজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া নিরস্ত্র হইয়া এখানে আসেন, তবেই তিনি যে সন্ধি করিলেন, তাহা বিশ্বাস করিব। **প্রতীত**—বিশ্বাস।

১৭৬। যবন-রাজা হিন্দুর বেশ ধরিয়া আসাতে তাঁহার মধ্যে যে আর হিন্দুবিদ্বেষ ছিল না, তাহাই সূচিত হইতেছিল।

১৭৭। **অশ্রু-পুলকিত**—অশ্রুযুক্ত ও পুলকযুক্ত; তাঁহার দেহে অশ্রু ও রোমাঞ্চ নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল। এসমস্তই যবন-রাজার প্রতি প্রভুর কৃপার প্রভাব। প্রভু যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন, যবন-রাজাও তাহার স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

১৭৮। **মহাপাত্র**—হিন্দু-অধিকারী। **লয় কৃষ্ণনাম**—যবন-রাজা কৃষ্ণনাম লইতে লাগিলেন।

১৭৯-৮০। যবন-রাজা যোড়হাতে প্রভুর চরণে দৈন্য জানাইতেছেন, এই দুই পয়ারে।

যবন-অধিকারী হিন্দুর মত পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন; আবার, যবন-কুলে কেন জন্ম হইল, হিন্দুকুলে কেন জন্ম হইল না, হিন্দু হইলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্য পাইতাম, ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপও করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই :—মহাপ্রভুর পরিষদ্‌গণ প্রায় সকলেই হিন্দু; যবনের আচার-ব্যবহার হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এজন্য যবনেরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশিতে পারেনা; তাই যবন-অধিকারী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "কেন আমার যবনকুলে জন্ম

এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া—॥ ১৮১
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনামশ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥ ১৮২
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥ ১৮৩

তথাহি (ভাঃ ৩।৩৩।৬)—
যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্বদ্দর্শনাল্লোকঃ কৃতার্থীভবতীতি কৈমুত্যন্যায়েন আহ যদিতি প্রহ্বণং নমস্কারঃ। ক্বচিদিতি কদাচিৎকদাপি স্মরণাদিত্যর্থঃ। শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যঃ তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি। দুর্জাত্যারম্ভক-প্রারব্ধপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ। দুর্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তদ্দিতি। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইল, কেন আমার হিন্দুকুলে জন্ম হইল না ; হিন্দুকুলে জন্ম হইলে প্রভুর চরণ-সন্নিধানে থাকিতে পারিতাম, যবনকুলে আছি বলিয়া, যবনোচিত আচার-ব্যবহারবশতঃ আমার ভাগ্যে তাহা হইল না।" আবার মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষী ; বিদ্বেষী ব্যক্তিকে দেখিলেই সাধারণতঃ মনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, মন কিছু সঙ্কুচিত হয়। পাছে তাঁহার যবনোচিত বেশ দেখিয়া প্রথমেই প্রভুর হিন্দু পারিষদ্গণের মনে কোনওরূপ অপ্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, ইহা ভাবিয়াই যবন-অধিকারী যবন-বেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু-বেশ দেখিয়া, তিনি যে হিন্দুদের প্রতি যবনোচিত বিদ্বেষভাব ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর চরণে উন্মুখ হইয়াছেন, ইহাও প্রভুর পার্ষদ্গণের মনে উদিত হইতে পারে এবং এজন্য তাঁহার প্রতি প্রভুর পার্ষদ্-গণের মন প্রসন্ন হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াও যবন-অধিকারী হিন্দুবেশ ধারণ করিতে পারেন। কারণ, তিনি প্রভুর পার্ষদ্গণের কৃপাপ্রার্থী। যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই কেহ যে শ্রীকৃষ্ণভজনে বা শ্রীগৌরভজনে অনধিকারী, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌর কেবল হিন্দুর ভগবান্ নহেন। তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, অদ্বয়-তত্ত্ব। তিনি যদি কেবল হিন্দুর ভগবান্ই হইবেন, তবে যবনের ভগবান্ কি আর একজন ? যবনের জন্য যদি আর একজন ভগবান্ থাকেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব কিরূপে হইলেন ? সকলেরই এক শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, তাই তিনি সকলেরই উপাস্য, সকলেরই ভজনীয়। কি হিন্দু, কি যবন সকলেই কৃষ্ণদাস। জীবমাত্রই কৃষ্ণের দাস ; সুতরাং জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকার আছে ; যবন যবন বলিয়া এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণসেবায় জীবের স্বরূপগত অধিকার ; এই অধিকার হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। স্বয়ং মহাপ্রভুও বলিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার। ৩।৪।৬৩॥"

১৮২-৮৩। যাঁহার নাম শ্রবণেই চণ্ডাল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া যায়, সাক্ষাৎ তাঁহাকে দর্শন করিয়া যে এই যবন রাজার এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তন হইবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

ভগবন্নাম-শ্রবণে যে চণ্ডালও পবিত্র হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) অপি (ও) যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনবশতঃ—যাঁহার নাম শ্রবণ কি কীর্ত্তন করিলে) যৎ প্রহ্বণাৎ (যাঁহার নমস্কারবশতঃ—যাঁহাকে নমস্কার করিলে) যৎস্মরণাৎ (যাঁহার স্মরণবশতঃ—যাঁহার স্মরণ করিলে) শ্বাদঃ (কুক্কুর-মাংসভোজী) অপি (ও) সদ্যঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তৎক্ষণাৎই) সবনায় (সোমযাগের জন্য) কল্পতে (যোগ্য হয়), নু ভগবন্ (হে ভগবন্), তে (তোমার) দর্শনাৎ (দর্শনবশতঃ—তোমাকে দর্শন করিলে যে পবিত্র হইবে) কুতঃ পুনঃ (তাহাতে আবার বক্তব্য কি ?)

অনুবাদ। দেবহূতি কপিলদেবকে বলিলেন—"হে ভগবন! কখনও তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, কিম্বা তোমাকে নমস্কার করিলে কি স্মরণ করিলে কুক্কুর-মাংসভোজীও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহাতে আবার বক্তব্য কি আছে।" ৩

ক্বচিৎ অপি—কদাচিৎ কোনও একসময়ে; সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কথা দূরে, কদাচিৎ কোনও সময়েও যদি নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে, তাহা হইলেই শ্বপচও পবিত্র হইতে পারে। **শ্বাদঃ**—শ্ব (কুক্কুর) ভোজন করে যে; কুক্কুর-মাংসভোজী নীচ-জাতিবিশেষকে শ্বাদ বা শ্বপচ বলে। **সবনায় কল্পতে**—সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে। সোমযাগ একটী যজ্ঞবিশেষ; সোমলতার রস পান ইহার একটী অঙ্গ; এই যজ্ঞ সমাধা করিতে তিন বৎসর লাগে; যিনি যজ্ঞ করিবেন, তাঁহাকে এক বৎসর সোমলতা, এক বৎসর ফল এবং এক বৎসর জল খাইয়া থাকিতে হয় (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড ।৬০।৫৫-৫৬।); ব্রাহ্মণই সোমযাগে অধিকারী—ব্রাহ্মণেরই সোমযাগের যোগ্যতা ও অধিকার আছে। শ্রীভগবানের নাম যদি কখনও শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, বা কখনও যদি ভগবান্‌কে নমস্কার করে বা ভগবানের স্মরণ করে, তাহা হইলে কুক্কুরভোজী নীচজাতিও সবনযাগের যোগ্যতা লাভ করে বলিয়া এই শ্লোকে বলা হইল; তাহা হইলে বুঝা গেল, ভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-প্রভাবে শ্বপচও **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সময়েই, জন্মান্তর গ্রহণ ব্যতীতই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণত্ব বা গুণগত ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করে। প্রাচীন কালে গুণকর্ম্মানুসারেই বর্ণভেদ হইত। শ্রীমদ্ভাগবতও গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের কথাই বলিয়াছেন; তাই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের লক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শেষ কালে বলিয়াছেন—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭।১১।৩৫॥" শ্রীজীবগোস্বামী বা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকা লিখেন নাই। শ্রীধরগোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।" শমাদিই ব্রাহ্মণাদির মুখ্য লক্ষণ, জন্মমাত্র নহে; এইসত্য স্থাপন করার জন্যই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"লোকের বর্ণনির্ণায়ক যে লক্ষণ বলা হইল, যদি অন্যবর্ণেও সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে (যে ব্যক্তিতে সেই লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তাহার) সেই লক্ষণানুরূপ বর্ণই নির্দ্দেশ করিবে, (জন্মদ্বারা তাহার বর্ণনির্ণয় করিবে না)।" অর্থাৎ শূদ্রবংশজাত কাহারও মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত শম-দমাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত বলিয়া এবং ব্রাহ্মণবংশজাত কাহারও মধ্যে যদি শূদ্রোচিত গুণমাত্রই দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে শূদ্রবর্ণভুক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হইবে না—যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার না থাকে; শূদ্রবংশে জন্মিলেও লোক ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত হইবে—যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার থাকে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিধি; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জন্মানুসারেও বর্ণভেদ হইতে থাকে—ক্রমশঃ কেবলমাত্র জন্মদ্বারাই বর্ণ নির্ণীত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। যখন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিত হইয়াছিল, তখন কেবল জন্মদ্বারাই বর্ণ বা জাতি নির্ণীত হইত; সুতরাং সেই সময়ে, অব্রাহ্মণ বংশজাত কাহারও গুণকর্ম্মগত প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব থাকিলেও সোমযাগের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইত না; কারণ, সোমযাগে যখন ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলে যখন কেহ আর ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইত না, তখন সামাজিক প্রথানুসারে ব্রাহ্মণেতর-বংশজাত কাহারই সোমযাগে অধিকার থাকিতে পারিত না। গুণকর্ম্মানুসারে যিনি সৎকর্ম্মশীল, তিনি ব্রাহ্মণ; আর যিনি দুষ্কর্ম্মশীল তিনিই শ্বপচ; জন্মদ্বারাই যখন বর্ণ নির্ণীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতে যে কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তিনি গুণকর্ম্মানুসারে শ্বপচাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া—সৎকর্ম্মশীল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন; আর যিনি

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—'তুমি কহ কৃষ্ণ-হরি'॥ ১৮৪
সেই কহে—মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ, সেবা করিয়ে তোমার॥ ১৮৫
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার॥ ১৮৬
তবে মুকুন্দদত্ত কহে—শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥ ১৮৭
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা—এই বড় উপকার॥ ১৮৮
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সভার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দৈবচক্রে শ্বপচ-বংশে জন্মিলেন, ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী হইলেও তিনি দুষ্কর্ম্মশীল শ্বপচ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মই সদ্‌গুণের ফল এবং শ্বপচ-বংশে জন্মই অসৎকর্ম্মের ফল বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই এইরূপ সামাজিক প্রথার অনুসরণে তৎকালীন টীকাকারগণ যন্নামধেয়-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় "সবনায় কল্পতে" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণইব পূজ্যোভবতি, সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয় (চক্রবর্ত্তী); যে দুষ্কর্ম্মের ফলে তাঁহার শ্বপচ-বংশে জন্ম হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ পাপের নাশ হইয়া যায় (চক্রবর্ত্তী)। শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—তখন হইতে তাঁহার (সেই শ্বপচের) সোমযাগ-যোগ্যতা লাভের আরম্ভ হয়; পরজন্মে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াই সোমযাগে অধিকারী হইবে। নামশ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে শ্বপচের পক্ষে সোমযাগের যোগ্যতা লাভ হয় বলিয়া শ্রীজীব স্বীকার করেন না; তিনি বলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে তাদৃশ যোগ্যতালাভের আরম্ভ মাত্র হয়, পরজন্মে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই সেই যোগ্যতা পূর্ণরূপে লাভ ঘটিবে। "সদ্যঃ সবনায় কল্পত ইতি। সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতিবৎ তত্র লব্ধারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ। তদনন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তদাপ্যধিকারী স্যাদিতি ভাবঃ।" চক্রবর্ত্তিপাদ কিন্তু তৎক্ষণেই যোগ্যতা লাভ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, শ্রীধরস্বামীও স্বীকার করেন। শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীও শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকায় "যন্নামধেয়" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া "সবনায় কল্পতে" বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি—যজনের যোগ্য হয়।" নিজ হাতে অনুষ্ঠান করার নামই যজন। যাহা হউক, যোগ্যতা লাভ হইলেও অধিকার লাভের কথা ইহাঁরা কেহই স্পষ্টরূপে বলেন নাই। প্রাচীনকালে যোগ্যতা ও অধিকার প্রায় এক সঙ্গেই চলিত; জন্মগত বর্ণ-বিভাগের পর হইতে কেবল যোগ্যতাই সামাজিক অধিকারের হেতু হয় না। লোকসমাজে ইহা অস্বাভাবিকও নহে; আজ যিনি হাইকোর্টের জজ, কাল যদি তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবসরের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের যোগ্যতা তাঁহার অন্তর্হিত হইবে না বটে; কিন্তু বিচারের অধিকারও তাঁহার থাকিবেনা, তৎকালীন তাঁহার কোনও বিচার আইনতঃ প্রামাণ্য হইবে না।

যাহা হউক শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে যে শ্বপচও সবনযাগ-সম্পাদনের উপযোগী যোগ্যতা ও পবিত্রতা লাভ করে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৪। তারে—যবন-রাজাকে। প্রভু তাঁহাকে নাম-গ্রহণের উপদেশ দিলেন।

১৮৬। গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসার পাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যবন রাজা প্রভুর সেবা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

১৮৭-৮৮। প্রীতিজনক কার্য্যকেই সেবা বলে। যবন-রাজের প্রার্থনার উত্তরে মুকুন্দদত্ত তাঁহাকে বলিলেন—"প্রভু গঙ্গাতীরে—গৌড়দেশে—যাইতে চাহেন; তুমি যদি তাঁহার সহায়তা কর ও সুবিধা করিয়া দাও, তাহা হইলে প্রভুর বড়ই উপকার হয়, তাহাতে তিনি বড়ই তুষ্ট হইবেন। পার যদি প্রভুর এই সেবাটী কর।" যবন-রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯০
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥ ১৯১
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯২
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্ব-গণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৩
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥ ১৯৪
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৫
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা-পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৬
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥১৯৭
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে—তার জন্ম দেহ ধন্য ॥ ১৯৮
সেই নৌকা চঢ়ি প্রভু আইলা পানীহাটী।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী ॥ ১৯৯
'প্রভু আইলা' বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব—জল আর স্থল ॥ ২০০
রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়, কষ্টে-সৃষ্টে আইলা॥২০১
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯০। **মহাপাত্র**—হিন্দু-অধিকারী। **মিতালি**—মিত্রতা।

১৯৮। **অলৌকিকলীলা** ইত্যাদি—যাঁহার অত্যাচারের ভয়ে লোক পথ চলিত না, সেই যবনরাজাই যে নিজে সৈন্য-সামন্ত লোকজন লইয়া প্রভুকে পার করিয়া দিলেন, ইহাই প্রভুর এক অলৌকিক লীলার পরিচায়ক।

১৯৯। পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়াই যবনরাজা চলিয়া গেলেন (পিছলদা পর্য্যন্তই তাঁহার নিজের রাজ্যের সীমা ছিল); কিন্তু প্রভুর জন্য তিনি যে নূতন নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই নৌকায় চড়িয়াই প্রভু পানিহাটি পর্য্যন্ত আসিলেন। বিজয়া দশমীতে প্রভু নীলাচল হইতে যাত্রা করেন; কোন্ সময়ে তিনি পানিহাটীতে আসিয়া পৌছেন, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়না। রঘুনাথ দাসগোস্বামী সপ্তগ্রাম হইতে বার দিনে নীলাচলে গিয়া পৌছিয়াছিলেন (৩৬।১৮৬); তন্মধ্যে প্রথম দিন, ধরা পড়িবার ভয়ে, কেবল পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিলেন (৩৬।১৬৯, ১৭২); দ্বিতীয় দিন প্রভাতে দক্ষিণ দিকে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন (৩৬।১৮২)। প্রথম দিনের গমন তাঁহার বৃথাই হইয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই যদি দক্ষিণ দিকে চলিতেন, তাহা হইলে নীলাচলে পৌছিতে তাঁহার বোধ হয় এগার দিন সময় লগিত। ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি আবার প্রসিদ্ধ পথেও চলেন নাই; "কু-গ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ৩৬।১৮৩॥" প্রসিদ্ধ পথে গেলে হয় তো আরও কম সময় লাগিত। যাহা হউক, নীলাচল হইতে পানিহাটীতে আসিতে মহাপ্রভুর বার তের দিনের কম সময় লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

পানিহাটী—চব্বিশপরগণা জেলায়; কলিকাতার নিকটে; এখানে রাঘব-পণ্ডিতের শ্রীপাট; এখানেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় রঘুনাথ দাসগোস্বামী চিড়ামহোৎসব করিয়াছিলেন। **নাবিক**—মাঝি। **কৃপাশাটী**—কৃপারূপ বস্ত্র (সাড়ী)। প্রভু নৌকার মাঝিকে একখানা কাপড় পুরস্কার স্বরূপে দিয়াছিলেন; মাঝির প্রতি প্রভুর কৃপাই যেন বস্ত্ররূপ ধরিয়া তাহার হাতে গেল—বস্ত্ররূপে প্রভুর কৃপাই যেন তাহাকে কৃতার্থ করিল।

২০১। **প্রভু লঞা গেলা**—রাঘব পণ্ডিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

২০২। **নিবাস**—বাস। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত; কুমারহট্টেই (কুমার হাটীতে) তাঁহার বাড়ী ছিল। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল।

তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥ ২০৩
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড়ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥ ২০৪
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষকোটি লোক তথা পাইল দর্শন॥ ২০৫
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥ ২০৬
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥ ২০৭

তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলিগ্রামে প্রভু যৈছে গেলা॥ ২০৮
তাহাঁ যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা॥ ২০৯
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন।
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন॥ ২১০
নাটশালা হৈতে প্রভু পুন ফিরি আইলা।
লোক-ভিড়-ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা॥ ২১১
শান্তিপুরে পুন কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৪-৬। **বাচস্পতি-গৃহে**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে। **কুলিয়া**—কুলিয়া নামক গ্রামে। ২।১।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কুলিয়াতে প্রভু মাধবদাসের গৃহে সাতদিন ছিলেন। **সব অপরাধিগণে**—দেবানন্দ ও গোপালচাপালাদিকে এবং পূর্ব্বে যাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও।

২১০। **সূত্রমধ্যে**—মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ১৪০-২১২ পয়ারে। **নাটশালা**—কানাইর নাটশালা।

২১২। **বিস্তারি বর্ণিয়াছেন** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, প্রভু কুলিয়া হইতেই গঙ্গাতীর পথে রামকেলিতে গিয়াছিলেন; রামকেলিতে যাওয়ার পথে প্রভুর শান্তিপুরে যাওয়ার কথা কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন; কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। আবার, কবিরাজ বলেন—রামকেলি হইতে প্রভু কানাইর নাটশালায় গিয়াছিলেন; সেস্থান হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন—রামকেলি হইতেই প্রভু শান্তিপুরে আসেন; কানাইর নাটশালায় যাওয়ার কথা বৃন্দাবনদাস উল্লেখই করেন নাই। রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মিলনের কথা, বহু লোক সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার অসমীচীনতাসম্বন্ধে প্রভুর প্রতি শ্রীসনাতনের উপদেশের কথাও বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি হইতে মনে হয়—নীলাচলেই প্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের প্রথম মিলন হইয়াছিল এবং নীলাচলেই প্রভু সনাতনের পূর্ব্ব সাকর-মল্লিক নাম ঘুচাইয়া সনাতন নাম রাখেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ম পরিচ্ছেদ)। তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এক সঙ্গেই প্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ বলেন—রাম-কেলিতেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং রামকেলিতেই প্রভু তাঁহাদের পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করাইয়া রূপ-সনাতন নাম রাখেন। ইহার পরে প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে আসেন, তখন সেস্থানে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম প্রভুর সহিত মিলিত হন, প্রভু দশ দিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপকে রসতত্ত্বাদি শিক্ষা দেন। তারপর তাঁহারা দুই ভাই বৃন্দাবনে যান এবং প্রভু কাশীতে আসেন। কাশীতেও প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন হয় এবং দুই মাস পর্য্যন্ত প্রভু সনাতনকে নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দেন। ইহার পরে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সনাতন বৃন্দাবনে যান। সনাতনের বৃন্দাবনে উপস্থিতির পূর্ব্বেই অনুপমের সঙ্গে শ্রীরূপ বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাওয়ার জন্য গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন; গৌড়ে আসিলে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়; শ্রীরূপ গৌড় হইতে নীলাচলে যান সম্ভবতঃ ১৪৩৮-শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে। কিছুকাল নীলাচলে অবস্থানের পরে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তাহার পরে একবার শ্রীসনাতন নীলাচলে আসিয়াছিলেন—একাকী, ঝারিখণ্ড-পথে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস

অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥ ২১৩
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথদাস আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৪
হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষমুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৫
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য ॥ ২১৬
নদীয়াবাসি-ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৭
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার ॥ ২১৮
মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২১৯
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২০
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২১
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২২
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা প্রসন্ন ॥ ২২৩
আচার্য্য-প্রসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচসাত ॥ ২২৪
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৫
বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ-হৈতে ॥ ২২৬
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক দুই-ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥ ২২৭
এই একাদশ জন রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত-অন্তর ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রয়াগে ও কাশীতে যথাক্রমে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শিক্ষার কথা কিছুই লিখেন নাই; অবশ্য কবিকর্ণপূর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শান্তিপুরে শ্রীল রঘুনাথদাসের সহিত প্রভুর মিলনের কথাও দৃষ্ট হয় না।

২১৫। **সপ্তগ্রামে**—সপ্তগ্রাম-নামক স্থানে। **বার লক্ষ মুদ্রার**—বার লক্ষ টাকার আয়ের ভূমির মালিক।

২১৬। **মহৈশ্বর্য্যযুক্ত**—প্রচুর সম্পত্তিশালী। **বদান্য**—দানশীল। **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণের প্রতিপালক।

২১৭। **উপজীব্যপ্রায়**—আশ্রয়তুল্য।

অর্থ ভুমি গ্রাম—টাকা পয়সা, জমি ও গ্রামের স্বত্বাদি দিয়া তাঁহারা নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণদের সহায়তা করিতেন।

২১৮। **নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী**—প্রভুর মাতামহ। **আরাধ্য**—পূজনীয়, শ্রদ্ধার পাত্র। **ভ্রাতৃব্যবহার**—নিজের ভাইয়ের মত দেখিতেন।

২১৯। **মিশ্রপুরন্দরের**—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের। **দুইজনে**—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে।

২২২। **প্রভু পাদস্পর্শ**—প্রভু কৃপা করিয়া পাদ (চরণ) দ্বারা রঘুনাথদাসকে স্পর্শ করিলেন।

২২৩। **তাঁর পিতা**—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস। **আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **আচার্য্যসেবন**—নানারূপে সাহায্যাদি করিয়া আচার্য্যের সেবা করিতেন। **তাঁরে**—রঘুনাথের প্রতি।

২২৬। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে প্রভুর নিকটে।

২২৭। **পঞ্চ পাইক**—পাঁচজন পাইক (পেয়াদা বা পাহারাওয়ালা)। এগার জন লোক সর্ব্বদা রঘুনাথ দাসকে পাহারা দিত, যেন আবার পলাইয়া না যায়, এই ভয়ে।

এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিঞা পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা—॥ ২২৯
আজ্ঞা দেহ, যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥ ২৩০
শুনি তাঁর পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥ ২৩১
সাতদিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে—॥ ২৩২
রক্ষকের হাথে মুঞি কেমনে ছুটিব ?।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ?॥ ২৩৩
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে কহে তারে আশ্বাস-বচন—॥ ২৩৪
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমেক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥ ২৩৫
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ ২৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩১। বহু লোক দ্রব্য দিয়া—সঙ্গে অনেক লোক দিলেন (যেন রঘুনাথ পথ হইতে পলাইতে না পারে) এবং অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অনেক জিনিসপত্রও পাঠাইলেন।

২৩২। মনঃকথা কহে—মনে মনে বলেন। কি বলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৩৫। বাতুল—পাগল। **ভবসিন্ধুকূল**—সংসার-সমুদ্রের কূল। একদিনে হঠাৎ কেহ সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না ; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়।

তখনই সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার নিমিত্ত প্রভু রঘুনাথদাসকে নিষেধ করিলেন। কি ভাবে সংসারে থাকিলে ভক্তির আনুকূল্য হইতে পারে, প্রভু তাঁহাকে সেই উপদেশও দিলেন, ২৩৬-৩৭ পয়ারে।

২৩৬। মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্য বৈরাগ্য ; বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ। মর্কট অর্থ বানর। বানর উলঙ্গ থাকে, ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করে, বৃক্ষশাখায় বাস করে—গৃহাদি নির্ম্মাণ করেনা—এসমস্তই বৈরাগ্যের লক্ষণ ; কিন্তু বানর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ভিতরে বিষয়-বাসনা পোষণ করিয়া বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্নধারণকেই মর্কট-বৈরাগ্য বা বানরের ন্যায় বৈরাগ্য বলে। যাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত, বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও যাঁহাদের চিত্তে নাই, বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ না করিলেও তাঁহারাই প্রকৃত বৈরাগী। বস্তুতঃ রঘুনাথের বৈরাগ্য মর্কট-বৈরাগ্য ছিলনা, তাঁহার বৈরাগ্য ছিল খাঁটী—অকৃত্রিম ; এই বৈরাগ্যের প্রেরণায় তিনি বাহিরেও বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—কোনও বিষয়কর্ম্ম করিতেন না, অন্তঃপুরে রাত্রিযাপন করিতেন না, ভাল খাদ্য,—ভাল পোষাক গ্রহণ করিতেন না। তাহাতেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আশঙ্কা করিতেছিলেন—তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাই তাঁহার জন্য পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—"তোমার ভিতরে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, উত্তম কথা। কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিও না। বাহিরে অন্য দশজন লোকের মতনই আচরণ করিবে, যেন তোমার ভিতরের বৈরাগ্য কেহ বুঝিতে না পারে। তবে অন্য দশজনের সঙ্গে তোমার বাহিরের আচরণের পার্থক্য থাকিবে এই যে—অন্য দশজন বিষয়-ভোগ করে তাদের বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ; তাহাদের বিষয়ভোগের পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাদের বিষয়াসক্তি ; কিন্তু তুমি বিষয়ভোগ করিবে অনাসক্ত হইয়া। কোনও বস্তুর প্রতি তোমার লোভ, কোনও বস্তুর প্রতি তোমার বিরক্তি থাকিবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারাদির বস্তু সম্বন্ধে তুমি থাকিবে উদাসীন।" এই উপদেশের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে—এইরূপ আচরণে রঘুনাথের বৈরাগ্য কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া লক্ষবান হেমের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে এবং তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার দর্শনে আত্মীয়-স্বজনের মনও আশ্বস্ত হইবে, পাহারার কড়াকড়িও কমিয়া যাইবে। এইরূপে রঘুনাথের সম্বন্ধে মর্কট-বৈরাগ্য অর্থ বাহিরের বৈরাগ্যচিহ্ন। **লোক দেখাইয়া**—যাহা লোক দেখিতে পায়, এইরূপ ; বাহিরের। **যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ**—ভক্তি-অঙ্গের রক্ষার উপযোগী বিষয় ভোগ কর ; যতটুকু বিষয়

অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২৩৭
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোনছলে ॥ ২৩৮
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে? ॥ ২৩৯
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪০
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা—সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হৈয়া ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভোগে ভক্তিঅঙ্গ রক্ষা হইতে পারে, ততটুকু বিষয় ভোগ করিবে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ঘোর বিষয়ীর লক্ষণ; কিন্তু ভাল খাওয়ার জিনিস, কিম্বা ভাল পরার জিনিস যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী হয়, তবে তাহা গ্রহণে দোষ নাই; তবে অনাসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল না খাইলে আমার চলিবে না, এইরূপ ভাব ঐ ঐ জিনিসে আসক্তির লক্ষণ; এইরূপ ভাব বর্জ্জন করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উত্তম বস্তু আস্বাদন করিয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানে, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী বস্তু গ্রহণে দোষ নাই। আর, বিষয়কে নিজের বিষয় মনে না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বিষয় মনে করিয়া তাঁহারই দাসরূপে ঐ বিষয়কর্ম্ম করিলেও ভক্তি-অঙ্গের আনুকূল্য হইতে পারে।

২৩৭। **অন্তর্নিষ্ঠা কর**—অন্তরে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা কর; মনকে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন কর। **বাহ্যে**—বাহিরে; বাহিরের আচরণে। **লোকব্যবহার**—অন্য লোক যেরূপ আচরণ করে, সেইরূপ আচরণ করিবে, যেন তোমার ভিতরের কথা কেহ জানিতে না পারে। বাহিরে বিষয়-কর্ম্মাদি করিবে, লোকের সঙ্গে দশজনের মত ব্যবহার করিবে; কিন্তু মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত রাখিবে।

করিবে উদ্ধার—সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন।

যেভাবে চলাফেরাদি করার জন্য প্রভু রঘুনাথকে উপদেশ দিলেন, সেইভাবে চলিলে ভক্তিপথের উন্নতি তো সহজই, অধিকন্তু, রঘুনাথের সর্ব্বদা নজরবন্দী হইয়া থাকার অস্বস্তিও অনেকটা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রভুর উপদেশানুরূপ ভাবে চলিলে বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া রঘুনাথের পিতামাতা মনে করিবেন—রঘুনাথের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিলে রঘুনাথের উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্তও হয়তো আর থাকিবে না—কাজেই, কড়া পাহারার দরুণ তাঁহার চিত্তে যে একটা অস্বস্তি সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল, তাহাও দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

২৩৮। প্রভু আরও বলিলেন—"আমি নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইব; বৃন্দাবন হইতে আমি ফিরিয়া আসিলে পর কোনও ছলে ছুটিয়া তুমি নীলাচলে আমার নিকটে যাইও; তৎপূর্ব্বে যাইও না।"

২৩৯। **সেকালে**—আমি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে। **সে ছল**—যে ছলে তুমি গৃহত্যাগ করিবে, সেই ছল।

যখন তোমার নীলাচলে যাওয়ার সময় হইবে, তখন কৃষ্ণই তোমার যাওয়ার সুযোগ করিয়া দিবেন। তোমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে, তোমার কোনও চিন্তা নাই।

যে সুযোগে রঘুনাথ যথাসময়ে গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫৮-৭০ পয়ারে তাহা দ্রষ্টব্য।

২৪১। **বাহ্য বৈরাগ্য** ইত্যাদি—বৈরাগ্যের ও বাতুলতার (প্রেমোন্মত্ততার) বাহ্যিক চিহ্নাদি সমস্ত ত্যাগ করিলেন। **অনাসক্ত হৈয়া**—আসক্তিশূন্য হইয়া। এই কার্য্যটী না করিলে, আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি হইবে, আমার নিজের এবং আমার স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার হানি হইবে, ইত্যাদি ভাবে ব্যাকুল হওয়াই আসক্তির লক্ষণ: এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করিয়া।

দেখি তার পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪২
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সর্ব্বভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৩
সভা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞিঃ—।
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৪
সভা-সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন।
এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৫
তাহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সভে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥ ২৪৬
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা মাগি লৈল ॥ ২৪৭
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া ॥ ২৪৮
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৪৯
প্রভু আসি জগন্নাথ-দরশন কৈল।
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫০
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সভারে করিল ॥ ২৫১
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ-শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫২
গদাধরপণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সভার আগেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৩
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
'নিজমাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥' ২৫৪
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজভক্তগণ ॥ ২৫৫
লক্ষলক্ষ লোক আসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৬
যথা রহি, তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৭
কষ্ট-সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলিগ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ-সনাতন-নাম ॥ ২৫৮
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৫৯
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে ক্ষীণ ॥ ২৬০
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈয়া তবে কহিল দোঁহারে—॥ ২৬১
উত্তম হইঞা 'হীন' করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥ ২৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৪২। **আবরণ**—পলাইয়া যাইবার ভয়ে যে পাহারা ইত্যাদি রাখা হইয়াছিল তাহা। **শিথিল হইল**—রঘুনাথ বিষয়ে মন দিয়াছেন দেখিয়া সকলে মনে করিলেন, তিনি আর পলাইয়া যাইবেন না ; এজন্য তাঁহাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আর পূর্ব্বের ন্যায় সতর্কতা রক্ষা করা হইত না।

২৪৩। ২৪০ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। **ইহাঁ**—এইদিকে, শান্তিপুরে।

২৪৫। **এবর্ষ** ইত্যাদি—রথযাত্রা উপলক্ষে এবৎসর আর কেহ নীলাচলে যাইও না।

বস্তুতঃ প্রভুকে দর্শন করার জন্যই তাঁহারা রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন ; এবৎসর যখন শান্তিপুরেই সকল ভক্তের সঙ্গে একবার দেখা হইল, তখন আর নীলাচলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছাও বোধ হয় প্রভুর ছিল।

২৪৮। **তাঁরে**—শচীমাতাকে।

২৫২। **শিখি**—শিখিমাহিতী।

২৫৪। প্রভু কেন বৃন্দাবনে না গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন ২৫৪-৭৩ পয়ারে।

২৫৯। **ভক্তরাজ**—ভক্তশ্রেষ্ঠ। **ব্যবহারে**—ব্যবহারিক জগতে। **রাজপাত্র**—রাজকর্ম্মচারী।

এত কহি আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী কহিল—॥ ২৬৩
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥ ২৬৪
তবে আমি শুনিল মাত্র, না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাঙ কানাইর নাটশালাগ্রাম॥২৬৫
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল—।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল?॥ ২৬৬
ভালত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে 'এই এক ঢঙ্গে'॥ ২৬৭
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন॥ ২৬৮
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে॥ ২৬৯
বাদিয়ার বাজী পাতি চলিলাম তথারে।
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥ ২৭০
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একাকী হইয়া।
সৈন্য-সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥ ২৭১
'ধিক্‌ধিক্ আপনাকে' বলি হইলাঙ্ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুন আইলাঙ্ গঙ্গাতীর॥ ২৭২
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজনিজস্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ-ছয়-জনে॥ ২৭৩
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাব বৃন্দাবনে।
সভে মেলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্নে॥ ২৭৪
গদাধরে ছাড়ি গেনু, ইঁহ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥ ২৭৫
তবে গদাধরপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু-পদে ধরি কহে বিনয় করিয়া—॥ ২৭৬
তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ—তাহাঁ বৃন্দাবন।
তাহাঁ যমুনা গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ॥ ২৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৩। **প্রহেলী**—হেঁয়ালি। হেঁয়ালিটী পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬৪। এত অধিক-সংখ্যক লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত নহে।

২৬৫। **তবে**—সনাতন যে সময়ে এই কথা বলিলেন, সেই সময়ে। **না কৈল অবধান**—বেশী মনোযোগ দিয়া তাঁর কথা ভাবিয়া দেখি নাই

২৬৭। এত লোক সঙ্গে বৃন্দাবন যাইতেছি দেখিলে লোক মনে করিবে—আমি এক ঢং করিতেছি, লোককে তামাসা দেখাইতেছি—নিজের মহিমা-খ্যাপনের চেষ্টা করিতেছি।

২৬৮। বহুলোক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের কোলাহলাদিতে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যাইবে না; তাই দুই একজন সঙ্গে লইয়াই বৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত।

২৬৯। **দুগ্ধদান ছলে**—২।৪।২৩-৪২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৭০। **বাদিয়ার বাজী**—বাদিয়া বা বাজীকর যেমন হৈ চৈ করিয়া নিজে যে আসিয়াছে, তাহা প্রচারিত করে, আমিও সেইরূপ বহু লোক সঙ্গে, মহা হৈ চৈ করিয়া নিজে যে বৃন্দাবন যাইতেছি, তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া চলিতেছি। **বহু সঙ্গে** ইত্যাদি—বহু লোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নহে।

২৭২। **নিবৃত্ত হইয়া**—বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া; ফিরিয়া আসিয়া। গৌড়দেশ দিয়া প্রভুর বৃন্দাবন না যাওয়ার মুখ্য কারণ ২।১৭।৫০-৫১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৭৪। **পরসন্নে**—প্রসন্ন; খুসী।

২৭৫। প্রভু বোধ হয় এস্থলে শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তের মনে দুঃখ দিয়া কোনও কাজ করিতে গেলে তাহা সফল হয় না।

তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে ॥ ২৭৮
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৭৯
পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল-রহ, কে করে বারণ? ২৮০
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে—।
সভাকার ইচ্ছায় পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ ২৮১
সভার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮২ ॥
সেইদিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৩
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৪
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ২৮৫
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু একদিনের লীলার নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গৌড়গমনবিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭৮। **লোক শিখাইতে**—তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, নিজের আচরণ দ্বারা। **চিতে**—চিত্তে, মনে।